দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 AUG-1988 ... ৬ কলাম ...

019

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট

৩টি সরকারী হোমিও কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব

(হাসান হাফিজ)

বাংলাদেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষার কলেজ রয়েছে ৩৭টি। এর মধ্যে সরকারী স্বীকৃতি প্রাপ্ত কলেজের সংখ্যা ২২। তিনটি বিভাগীয় সদরে পর্যায়ক্রমে টিচিং হাসপাতালসহ তনটি সরকারী হোমিও কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করেছে।

শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয়ঃ মাত্র ১৭টি হোমিও কলেজের নিজস্ব ভবন রয়েছে। অধিকাংশ কলেজই সান্ধ্যকালীন কোন কোন কলেজে সান্ধ্যকালীনের সঙ্গে দিবা কালীন শিক্ষাও চালু রয়েছে। মোট শিক্ষকের সংখ্যা ৫১৩। এদের মধ্যে অধিকাংশই খন্ডকালীন। অর্থাভাবে কলেজগুলিতে পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না।

হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে শিক্ষা কমিশন কতগুলি সুপারিশ করেছে। এগুলি হলঃ হোমিওপ্যাথি কলেজগুলির অনুদান বাড়ানো, পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগ সুনিশ্চিত করার জন্যে শিক্ষকদের বেতন কাঠামো নির্ধারণ বেসরকারী সাধারণ কলেজগুলির শিক্ষকদের মত হোমিওপ্যাথিক কলেজগুলির শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও তাদের বেতনের ৭০ শতাংশ সরকার কর্তৃক প্রদান, বিজ্ঞানাগার গ্রন্থাগারের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো, কলেজগুলির নিজস্ব ভবন নির্মাণসহ সংলগ্ন টিচিং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, জনস্বাস্থ্যের খাতিরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষাকে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি দান ইত্যাদি।

ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা

দেশে বর্তমানে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৬টি ইউনানী ও ৫টি আয়ুর্বেদিক কলেজ রয়েছে। ইউনানী কলেজগুলির মধ্যে একমাত্র সিলেট ইউনানী কলেজটি সরকারী। আয়ুর্বেদিক কলেজগুলির সবই বেসরকারী।

এসব কলেজে আউটডোর চিকিৎসা কেন্দ্র চালু রাখা বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক অনটনের কারণে কয়েকটি কলেজে এখনো তা চালু করা সম্ভব হয়নি একই কারণে কলেজগুলিতে এখনো সীমিত সংখ্যক শয্যাবিশিষ্ট ইনডোর হাসপাতাল চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।

ইউনানী-আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে শিক্ষা কমিশনকৃত সুপারিশমালা হচ্ছেঃ দেশজ ওষুধ শিল্পের সার্বিক বিকাশের সহায়ক হিসাবে ওষুধি গাছ-গাছড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, চিহ্নিতকরণ এবং বিপণনের জন্যে সরকারী প্রচেষ্টায় দেশের প্রতিটি বিভাগে একটি করে ওষুধি উদ্যান প্রতিষ্ঠা, ইউনানী ও আয়ুর্বেদী ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ও ওষুধের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়ো-

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

প্রস্তাব

(৬এর পৃঃ পর)

জনীয় গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্যে সরকারী উদ্যোগে গবেষণা পরিষদ গঠন করতে হবে। সকল সরকারী, আধাসরকারী স্বায়ত্তশাসিত এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে চিকিৎসকের পদে হাকিম-কবিরাজ নিয়োগ করতে হবে। সবার জন্য স্বাস্থ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের সহায়ক হিসাবে এবং জনগণকে অল্প দামে ওষুধ সরবরাহের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজ ইনডোর ও আউটডোর হাসপাতাল এবং উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সগুলিতে এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথির সঙ্গে সঙ্গে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্ব ও সংক্ষিপ্ত ভেষজ পরিচিতি এমবিবিএস কোর্সের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ইত্যাদি।